॥ নিবেদন ॥

অনেকের মতো আমিও হিমালয়ের আকর্ষণ বোধ করেছি বার বার। ঘুরেছি, দেখেছি— নগাধিরাজকে আবার দেখার ব্যাকুল বাসনা নিয়ে ফিরেছি। নিজের চোখে শুধু নয়, হিমালয়-রসিক যাঁরা তাঁদের রচনার মধ্য দিয়েও নানা রসের স্বাদ পেয়েছি। এই যে এককে বহুভাবে বহু রূপে-রসে দেখা, আস্বাদন করা— এর বিশ্লেষণ করার, মিলিয়ে দেখবার সাধ থেকে এই গবেষণার প্রথম ইচ্ছা জন্মগ্রহণ করেছিল।

হিমালয় ভ্রমণ নিয়ে বাংলায় এবং অন্যান্য ভাষায় অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক নানা লাইব্রেরীতে এইসব গ্রন্থ যথাসাধ্য দেখেছি। পত্র পত্রিকাতেও অনেক রচনা পড়েছি। এদের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য নানাদিক থেকে চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে। বহু পর্যটকের সঙ্গেও আলোচনা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু প্রথাবদ্ধ আলোচনা করতে বসে পঠিত সব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে বিশ্লেষণের সীমায় আনতে পারিনি। এ তো আমার পঠিত গ্রন্থের কথা; অনেক হিমালয় কেন্দ্রিক গ্রন্থ আশংকা করি, সম্ভবতঃ দেখাও হয়নি নানা কারণে। তাতে আমার পূর্ণ আলোচনার অঙ্গহানি হয়ত হয়নি, কিন্তু আমার আক্ষেপ থাকল এবং যাঁদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি বর্তমান বিশ্লেষণের অঙ্গীভূত করতে পারলাম না, তাঁদের কাছে আমি সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

গবেষণা নিবন্ধ পাঠ করলেই আমার আলোচনার সীমাসর্হদ সুস্পষ্ট হবে আশা করি।

আর একটি কথা। বাংলা টাইপ করার অসুবিধা উত্তরাঞ্চলে যে কত বেশি তা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। কর্মস্থল থেকে বেশি দিন কলকাতা থাকাও কঠিন। কাজেই বর্ষা মুদ্রণিকার সত্ত্বাধিকারী শ্রীমতী বর্ষা সরকারের (হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি) আনুকূল্যে গবেষণা-নিবন্ধটি মুদ্রণ করে দেওয়া সম্ভবপর হল; কিন্তু যে-সব আলোকচিত্র, রেখাচিত্র ও মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলাম, সবগুলো ব্লক করে ছেপে দেওয়া গেলনা আর্থিক ও নানা কারণেই। কয়েকটি আলোকচিত্র ও মানচিত্র মাত্র এ সংগে সংযুক্ত করা গেল।

পরিশেষে শুধু এই নিবেদন যে আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমি বিন্দুমাত্র শিথিলপ্রযত্ন হইনি।

—জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী।